জাহাঙ্গীরের আমলের স্থাপত্য শিল্প:: জাহাঙ্গীরের আমলে যেসব সৌধ নির্মিত হয়েছিল সেগুলি হল লাহোরের জাহাঙ্গীরের সমাধি আব্দুর রহিম খান-ই-খানান এর সমাধি এবং আগ্রায় নুরজাহানের পিতা ভবন।তার আমলের স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল পাথরের পরিবর্তে পাথরের ব্যবহার।

শাহজাহানের আমলে স্থাপত্য শিল্প::

শাহজাহানের আমলে মুঘল স্থাপত্য শিল্প গৌরবের চরম শিখরে উত্তীর্ণ হয়েছিল। আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে দিওয়ান-ই-আম দেওয়ান-ই-খাস শিশমহল ও মতি মসজিদ অপূর্ব শিল্প নৈপুণ্যের অধিকারী ছিল। তার অসাধারণ কীর্তি হল আগ্রায় যমুনা নদীর তীরে নির্মিত অনবদ্য স্মৃতিসৌধ---তাজমহল।

ওরঙ্গজেব এর আমলের স্থাপত্য শিল্প::

শিল্পকলার প্রতি বিরূপ থাকলেও ওরঙ্গজেব লাহোরে বাদশাহী মসজিদ বারাণসীর মসজিদ ও দিল্লিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন মূলত তার আমল থেকেই মুঘল স্থাপত্য শিল্পের সূচনা হয়।

Scanned with CamScanner

আজকের বিষয়:
প্রশ্ন:: মুঘল যুগের স্থাপত্য শিল্প কলা সম্পর্কে আলোচনা করো_
উত্তরের চাবিকাঠি:: স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে মুঘল যুগ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মুঘল স্থাপত্য এ পারসিক প্রভাব থাকলেও এর মূল শিকড় ভারতীয় প্রথার মধ্যেই অন্তর্নিহিত ছিল। মুঘল স্থাপত্যের মূলত দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ১) ভারতীয় স্থাপত্যে কোন বিশেষ একটি রীতি ছিল না। ২) সম্রাটের ব্যক্তিগত রুচির উপরেও স্থাপত্য কার্য নির্ভরশীল ছিল।

বাবর এর আমলের স্থাপত্য শিল্প:: আগ্রা, ঢোল পুর, গোয়ালিয়ার প্রভৃতি স্থানে প্রাসাদ মসজিদ নির্মাণ করেন। এরমধ্যে কাবলি বাগ মসজিদ জামা মসজিদ ছিল উল্লেখযোগ্য।
হুমায়ুনের আমলের স্থাপত্য শিল্প:: ফতেবাদ ও আগ্রায় তার নির্মিত মসজিদ এবং দিল্লিতে দিন পনাহ নামে একটি নগরী নির্মাণের পরিকল্পনা করেন।
আকবরের আমলের স্থাপত্য শিল্প::আকবরের আমলে শিল্প রীতির বৈশিষ্ট্য ছিল ভারতীয় পারসিক শিল্পরীতির মিশনে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটানো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল হুমায়ুনের সমাধিসৌধ আগ্রা এলাহাবাদ লাহোর প্রভৃতি স্থানে দুর্গ নির্মাণ।ফতেপুর সিক্রির দেওয়ান-ই-আম দেওয়ান-ই-খাস পঞ্চমহল জামে মসজিদ প্রাসাদ সেলিম চিশতির সমাধি বুলন্দ দরওয়াজা প্রভৃতি আজও সকলকে বিস্মিত করে।
জাহাঙ্গীরের আমলের স্থাপত্য শিল্প:: জাহাঙ্গীরের আমলে যেসব সৌধ নির্মিত হয়েছিল সেগুলি

Scanned with CamScanner